দ্বীন : কী, কেন, কীভাবে?

এস এম নাহিদ হাসান

পেনফ্রেন্ড
পাবলিকেশন

সূচিপত্র

ভূমিকা **১০**

স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা **১৫**

জীবনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় **১৬**

উদ্দেশ্য ও বিধেয় ১৬
দুনিয়া ও আখিরাত : বিস্তৃতি ও গুরুত্ব ২১
সফলতা কী ও কীভাবে? ২৫
পেশা ও জীবনবোধ ২৯
একদিন তো জান্নাতে যাবই ৪১
আখিরাতের বিশেষ প্রস্তুতি ৪৬

জ্ঞান ও কর্ম **৫৬**

জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ৫৬
জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য ৫৯
জ্ঞান অর্জনের উপায় ৬০
জ্ঞান অর্জনে ভারসাম্য ৬৫
জ্ঞান অর্জনের ধারাবাহিকতা ৬৬
জ্ঞানের সংজ্ঞা ও শুদ্ধতা ৬৮
অনুমান, অনুসন্ধান ও দলিল ৭৭
ভালোমন্দের আপেক্ষিকতা ৮২
মুক্তবুদ্ধি ও তার পরিণাম ৮৬
জ্ঞানপাপী ৯২

কালিমার অর্থ, শর্ত ও দাবি **৯৬**

কালিমার অর্থ ৯৯
কালিমার শর্ত ও দাবি ১০৫

আল্লাহর ওপর ঈমান ১১৮
আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহ ১১৮
আল্লাহ তাআলার সত্তাগত ও কর্মগত গুণাবলি ১২১
আল্লাহ তাআলার সত্তাগত অবস্থান ১৩৭
সিফাতগুলোর রূপক অর্থ সাব্যস্তকরণ ১৫০
সিফাতগুলোর বাহ্যিক প্রকাশমান অর্থ না নেওয়া ১৫৩
উপসংহার ১৫৫

তাওহিদ ও শির্‌ক ১৫৮
তাওহিদের গুরুত্ব ও শির্‌কের ভয়াবহতা ১৫৮
তাওহিদ সম্পর্কিত বিশ্বাস ও কর্ম ১৬২
শির্‌ক সম্পর্কিত কিছু বিশ্বাস ও কর্ম ১৮০

কিতাবের ওপর ঈমান ১৮৯
কিতাব কী ও কেন? ১৮৯
১. আল-হুদা الْهُدَى (পথ নির্দেশক) ১৯০
২. আন-নূর النُّور (আলো) ১৯০
৩. আল-ফুরকান الْفُرْقَان (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) ১৯১
কিতাবের ওপর ঈমানের স্বরূপ ১৯২
কুরআন বোঝার মূলনীতি ২০২

রিসালাতের ওপর ঈমান ২০৫
রিসালাত কী ও কেন? ২০৫
রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমানের স্বরূপ ২০৮
রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত কিছু বিশ্বাস ২১৬

আখিরাতের ওপর ঈমান ২২৩
মৃত্যু থেকে কবর যাত্রা ২২৪
মৃত্যুর সময় মুমিনের অবস্থা ২২৫

মৃত্যুর সময় কাফির-জালিমের অবস্থা ২২৭
কবর-যাত্রা ২২৯
কবর ২৩০
কবরে মুমিনের অবস্থা ২৩০
কবরে কাফির-জালিমদের অবস্থা ২৩২
পুনরুত্থান ২৩৩
হাশরের মাঠের অবস্থা ২৩৪
মিযান ২৩৮
ফলাফল প্রকাশ ২৩৯
জান্নাত ও জাহান্নাম ২৪০
জান্নাত ২৪০
জাহান্নাম ২৫৩

ইবাদাত, সুন্নাত ও বিদআত ২৬১

ইবাদাত ২৬১
সুন্নাত ২৬৮
বিদআত ২৭০

ফিকহ ২৭৮

সংজ্ঞা ও উৎস ২৭৮
ফিকহের উৎস ২৮০
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ২৮৩
অন্যান্য ইমামগণ ও তাদের মাযহাব ৩০৯
জড়তা ও স্থবিরতার যুগ ৩১১
ফিকহি সিদ্ধান্তে মতবিরোধ ৩১২
নামাজসংশ্লিষ্ট মাসআলায় কিছু মতভেদ ৩১৭
ঙ. জাহরি কিরাত-বিশিষ্ট সলাতে আমিন বলা ৩২৭
মতবিরোধের কারণ ৩৩০
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ৩৩৭

হাদিস অধ্যয়ন ও অনুসরণ ৩৪৬

হাদিসের প্রকারভেদ...৩৪৬
দয়ীফ হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা...৩৪৯
হাদিসের কিতাব ও সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা..................................৩৫৩
হাদিসের বিপরীতে কোনো ব্যক্তির কথা বা রায়কে প্রাধান্য দেওয়া........৩৫৬
সাধারণ মানুষের হাদিসপাঠ ও আমল ৩৫৯

আত্মশুদ্ধি ৩৬৩
আত্মশুদ্ধি কী? ৩৬৩
আত্মশুদ্ধি কীভাবে ৩৬৪
আত্মশুদ্ধির ধাপসমূহ.. ৩৬৬
শুদ্ধ আত্মার পরিচয়.. ৩৭১

ব্যক্তি, সমাজ ও ইসলাম..৩৭২
দ্বীন ও দুনিয়া.. ৩৭২
দ্বীন (دين) কী? ৩৭২
রাজনীতি ও ইসলাম.. ৩৭৪
রাষ্ট্র গঠনে ইসলামী নির্দেশনা..৩৭৬

রকমারিবাদ ও ইসলাম...৩৯৬
সংস্কৃতিবাদ.. ৩৯৭
অনৈতিক জাতীয়তাবাদ...৪০০
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেকুলারিজম ৪০২
মুসলিমদের বিভক্তি ও ঐক্য... ৪০৪
বিভক্তির ধরন ৪০৬
বিভক্তির কারণ ৪০৭
মুসলিম উম্মাহর ঐক্য : পথ ও পন্থা......................................৪১১

দাওয়াত ও তাবলীগ.. ৪১৮
তাবলীগ কী ? ৪১৮
তাবলীগ কেন ? ৪২০
তাবলীগের লক্ষ্য ৪২৪
তাবলীগের বিষয় ৪২৬

দাওয়াতের বিষয় উপস্থাপনের ক্রমধারা........................ ৪৩২
তাবলীগের পদ্ধতি ৪৩৩
ফলাফল ও প্রাপ্তি........................ ৪৪৬

বন্ধুত্ব ও শত্রুতা........................ ৪৫২
অর্থ ও গুরুত্ব........................ ৪৫২
বন্ধুত্ব ও শত্রুতা........................ ৪৫৫
অমুসলিমদের সাথে সদ্ব্যবহার ৪৬০

জিহাদ : প্রেক্ষাপট ও বিধান ৪৬৫
অর্থ ও সংজ্ঞা ৪৬৫
বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে জিহাদ........................ ৪৭১
প্রেক্ষাপট ও শর্ত ৪৮০
আক্রমণাত্মক জিহাদের শর্ত ৪৮৯
মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ৪৯২

ফিতনা-ফাসাদের যুগ........................ ৪৯৭
ফিতনা আসবেই........................ ৪৯৭
এখন কি ফিতনার যুগ? ৪৯৮
ফিতনার সময় করণীয়........................ ৫০৯

মুক্তির যুগ : ইমাম মাহদি, ঈসা আলাইহিস সালাম ও দাজ্জাল........................ ৫১৫
ইমাম মাহদির আগমন ৫১৫
দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ৫২০
দাজ্জাল বর্তমানে কোথায় আছে?........................ ৫২২
দাজ্জাল কোথা থেকে বের হবে? ৫৩০

পেশা পার্থিব জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটা জীবনের গতি। সবাইকে রিযিকের অনুসন্ধানে কোনো-না-কোনো পেশায় কমবেশি জড়িত থাকতে হয়।

আমরা আলোচনা করব মুমিনের পেশা নির্বাচন ও অবলম্বনের প্রকৃতি নিয়ে। পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে জীবনবোধের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনবোধই ঠিক করে তার কর্মের গতি-প্রকৃতি। কেননা মানুষ এটা বিচার-বিশ্লেষণ করেই তার মর্যাদা নির্ণয় করে। উচিত না হলেও সমাজব্যবস্থা এমনটাই বলে।

পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের মূল্যবোধ সাধারণত আখিরাতমুখী নয়; কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের পেশা নির্বাচনের মূল কারণ দুটি—

১. অর্থনৈতিক সচ্ছলতা;

২. সামাজিক পরিচিতি, ক্ষমতা বা লৌকিকতা।

মানবিক বা সামাজিক দায়বদ্ধতা এখানে গৌণ। ‘মানবধর্মের’ অনুসারীরাও অনেক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। ছোটো বেলায় ‘Aim in life’ রচনা লেখেননি, এমন শিক্ষিত লোক বিরল। মনে পড়ে, সেখানে কী লিখেছিলাম?

৬০% ডাক্তার, ৩০% প্রকৌশলী, ৫% শিক্ষক (তার মধ্যে ১% সত্যিকারার্থে)—এ-জাতীয় কিছু হয়ে কে কীভাবে সমাজসেবা করবে, তা-ই ছিল মুখ্য বিষয়।

বিশ্বাস করুন, সমাজসেবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখ্য নয়। মুখ্য হলো অর্থ। যা-ই হোক, জানা কথা জানিয়ে লাভ নেই; তবু প্রমাণ হিসেবে একটা উদাহরণ দিচ্ছি—নিয়মিত ধর্মকর্ম করে, এমন কিছু লোককে প্রশ্ন করে দেখতে পারেন—কে এই সমাজের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি? কে পার্থিব জীবনে সবচেয়ে সফল?

সে হয়তো বলবে—‘যে-ব্যক্তি নামাজ-কালাম পড়ে, সৎ ও ধার্মিক, আখিরাতে জান্নাত পাবে, সে-ই তো সৌভাগ্যবান’। সে-হিসেবে মসজিদের ইমাম-খতিব মুয়াজ্জিনেরই এই কাতারে থাকার সুযোগ বেশি। এবার খোঁজ নিয়ে দেখুন তো, তার পাঁচ পুত্রের কয়জনকে মসজিদের ইমাম বানাতে চেয়েছেন!

এই হলো ধার্মিকের সত্যবাদিতার নমুনা।

সর্বাধিক সম্মানজনক পেশা কী? ইসলাম এ দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দিয়েছে কাকে? নবী ও রসূলদের; দায়ি ও আলিমদের। তাদের পেশা কী ছিল?

ফিকহের উৎস

১. কুরআন ও তার ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআলার বাণী আল-কুরআন সকল জ্ঞানের উৎস, নাজিল হওয়ার পর থেকে যা অবিকৃত আছে। তবে কুরআনের আয়াতসমূহের তাফসিরে মতভেদ রয়েছে। সেক্ষেত্রে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রথমত কুরআনের অপর কোনো আয়াত থেকে, অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, অতঃপর তাঁর সাহাবাদের থেকে নিতে হবে। কোনো সাহাবার ব্যক্তিগত তাফসির বা মতামত সাহাবাদের ঐকমত্যের বিপরীত হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. হাদিস ও তার ব্যাখ্যা

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত কেবলমাত্র গ্রহণযোগ্য হাদিসগুলোই ফিকহের উৎস হিসেবে বিবেচ্য। মুতাওয়াতির, মাশহুর ও খবরে ওয়াহিদের মধ্যে সহিহ ও হাসান হাদিসকে ফিকহের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়।[৫৫৬] কখনো-কখনো বিভিন্ন আয়াত, গ্রহণযোগ্য হাদিস ও এর থেকে আহরিত শারয়ী উসূল দ্বারা সমর্থিত হওয়ার শর্তে দয়ীফ হাদিসকেও সুন্নাত ও মুস্তাহাব আমলের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণ উসূলুল হাদিস ও উসূলুল ফিকহের অনুসরণ করেন। মুজতাহিদভেদে নিজ নিজ দালিলিক ইজতিহাদের মাধ্যমে এই উসূল ও নীতিমালায় কিছু মতভিন্নতা হয়ে থাকে। কুরআনের মতো হাদিসের ব্যাখ্যাও সালাফে সালিহিনের থেকে নিতে হবে। কোনো সাহাবার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা ও মতামত ইজমায়ে সাহাবার বিপরীত হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩. ইজমা

‘ইজমা’ শব্দটি ‘জামউন’ শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো—সংগ্রহ, একত্রীকরণ, ইত্যাদি। পারিভাষিকভাবে শরীয়াতের কোনো হুকুমের ব্যাপারে

সহিহ বলেছেন। তবে, অন্যান্য আয়াত, হাদিস ও শারয়ী উসূলের আলোকে মূল বক্তব্য প্রমাণিত ও গ্রহণযোগ্য হওয়ায় দয়ীফ হওয়ার পরেও হাদিসটি সর্বযুগে আলিমদের নিকট প্রসিদ্ধি, গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। —ভাষা সম্পাদক

[৫৫৬] হাদিসের এ পরিভাষাগুলো সম্পর্কে সামনে ‘হাদিস অধ্যায়ে’ সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

মুজতাহিদগণের[৫৫৭] একমত হওয়াকে ইজমা বলে। ইসলামী শরীয়াতে ইজমা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা কোনো বিষয়ে উম্মাহর অধিকাংশ আলিমের ইজতিহাদ ভুল হওয়া সহজ ব্যাপার নয়।[৫৫৮] তবে ‘ইজমা’ তখনই শরীয়াত বলে বিবেচিত হবে, যখন তা নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ করবে—

- ইজমা কখনোই কুরআন ও হাদিসের বিরোধী হবে না;
- যাদের মতামতের ওপর ইজমা হবে, তাদের সকলকে নেককার মুজতাহিদ হতে হবে;
- সাহাবা-পরবর্তী কালের কোনো ইজমা সাহাবাদের ইজমার বিপরীত হতে পারবে না।

৪. কিয়াস

কিয়াসের অর্থ হলো অনুমান করা, পরিমাণ করা, তুলনা করা, সাদৃশ্য করা ইত্যাদি। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজনেরও পরিবর্তন ঘটে। দেখা দেয় নতুন সমস্যা। এসকল নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য গবেষণার সুযোগ আছে। আর এর নাম হলো কিয়াস। যেমন—খলিফা উমার রদিয়াল্লাহু আনহু একবার শাসনকার্যে সিদ্ধান্তগ্রহণের ব্যাপারে ইরাকের একাধিক অঞ্চলের গভর্নর আবু মূসা আশআরী রদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠানো এক চিঠিতে বলছিলেন, “যে-মাসআলার ব্যাপারে কুরআন-হাদিসে কোনো দলিল নেই, তা তোমার কাছে পেশ করা হলে তুমি সেসব বিষয়ে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কিয়াস বা পারস্পরিক তুলনা করবে এবং সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখবে। তারপর তোমার জ্ঞানানুসারে যা আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয় এবং হকের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ হয়,

---

[৫৫৭] সংক্ষেপে, মুজতাহিদ বলা হয় এমন আলিমকে—যিনি কুরআন-সুন্নাহ ও এর থেকে আহরিত উসূলের আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে শারয়ী সমাধান ও মাসায়িল উদঘাটন করেন। আরও বিস্তারিত জানার জন্য উক্ত অধ্যায়ের পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য। —ভাষা সম্পাদক

[৫৫৮] এ-প্রসঙ্গে একটি হাদিস উল্লেখযোগ্য, যেখানে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘إِنَّ أُمَّتِي لَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلاَلَةٍ’—আমার উম্মাত কখনোই গোমরাহীর ওপর ঐকমত্য পোষণ করবে না। [শব্দের ভিন্নতায় এ-মর্মে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। মুহাদ্দিসদের মতে এগুলোর সনদে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও মর্ম সহিহ, কারও মতে হাসান। দেখুন—সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৫০; সুনানুত তিরমিযী : ২১৬৭; সুনানু আবি দাউদ : ৪২৫৩] –ভাষা সম্পাদক

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.

লোকেরা আপনাকে রুহ বা আত্মা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায়। আপনি বলে দিন—রুহ হচ্ছে আমার প্রতিপালকের নির্দেশ মাত্র। এ-বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।[৬৮২]

যেহেতু রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই এ-বিষয়ে সামান্য কিছু জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, আমরা আর বেশি কী করে জানব! সহজ কথায়, রুহ হলো আল্লাহর একটি নির্দেশ মাত্র; যার উপস্থিতি মানবদেহে প্রাণের সঞ্চার করে। রুহ আর নাফ্স একই বিষয় কি-না, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আমার কাছে যেটি মনে হয়েছে—রুহ আর নাফ্স একই প্রাণসত্তার দুটি নাম কিংবা দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবস্থা। মানুষের জীবদ্দশায় শরীর ও রুহ সর্বদা উপস্থিত থাকলেও আকল থাকতেও পারে, আবার নাও পারে। একজন পরিপূর্ণ মানুষের মধ্যে তিনটি সত্তাই বিরাজমান। নিজেকে শুদ্ধ করতে হলে এ তিন সত্তাকেই শুদ্ধ করতে হবে।

আত্মশুদ্ধি কীভাবে

আত্মশুদ্ধির কথা উঠলেই আমাদের মনে এক ধরনের চিত্র ফুটে ওঠে যে, দুনিয়া ত্যাগ করে একাকী ঘরের কোণে বসে যাওয়া কিংবা হঠাৎ করে জঙ্গলে চলে যাওয়া; অথবা সকাল-সন্ধ্যা স্ব-উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে কিছু যিকির-আযকার করা, তাই না?

সহজ উত্তর। দ্বীন মানতে হবে। দ্বীন মানার মাধ্যমেই আমরা তা করতে পারি। আরেকটু স্পেসিফিক্যালি বললে, দ্বীনের তিনটি অংশ মানব সত্তার এ তিন দিককে শুদ্ধ করে। দ্বীনের প্রথম বিষয় ইসলাম, যা আমাদের শরীরকে পবিত্র করে।

ইসলাম কী? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَتُقِيمَ
الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ

---

[৬৮২] সূরা বানি ইসরায়িল : ৮৫

ফিতনা-ফাসাদের যুগ

ফিতনা আসবেই

‘ফিতনা’ শব্দটি বিপদাপদ, বিশৃঙ্খলা, পরীক্ষা করা ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে শেষ যুগে শব্দটি মূলত অপছন্দনীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ-উম্মাতের প্রথম যুগের মুমিনদেরকে ফিতনা থেকে হেফাজতে রাখা হয়েছে। আখিরি জমানায় এই উম্মাতকে বিভিন্ন ধরনের ফিতনায় ও বিপদে ফেলে পরীক্ষা করা হবে। প্রবৃত্তির অনুসরণ ফিরকাবন্দি এবং দলাদলির কারণে ফিতনার সূচনা হবে। এতে সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে যাবে এবং ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকা কষ্টকর হবে। একে অপরের ওপর তলোয়ার উঠাবে। ব্যাপক রক্তপাত ও প্রাণহানি ঘটবে। [মুসলিম, কিতাবুল ফিতান]

ফিতনাগুলো হবে একটি অপরটির চেয়ে অধিক ভয়াবহ। এমনকি ফিতনায় পড়ে মানুষ দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَأَنَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا
مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيَبِيعُ فِيهَا أَقْوَامٌ خَلَاقَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

নিশ্চয়ই কিয়ামাতের পূর্বে অন্ধকার রাত্রির মতো ঘন কালো অনেক ফিতনার আবির্ভাব হবে। সকালে একজন লোক মুমিন অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হবে। বিকালে সে কাফিরে পরিণত হবে। বহু-সংখ্যক লোক ফিতনায় পড়ে দুনিয়ার সামান্য লাভের বিনিময়ে তাদের চরিত্র ও আদর্শ বিক্রি করে দেবে।[৯২৩]

---

[৯২৩] সহিহ মুসলিম : ১১৮

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্যই ফিতনার যুগ সম্পর্কে বর্ণনা করে গেছেন। সুতরাং, আমাদেরকে উক্ত হাদিসগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যাতে নিজেদেরকে ফিতনা থেকে দূরে রেখে চলা সম্ভব হয়।

এখন কি ফিতনার যুগ?

আমরা যে-যুগে বসবাস করছি, সেটাই ফিতনার যুগ কি-না তা বোঝার জন্য ফিতনার যুগের বৈশিষ্ট্যগুলো জানা ও বোঝা জরুরি। এ-ব্যাপারে বর্ণিত বিভিন্ন হাদিস আমরা এ-বইয়ের শুরু থেকে প্রাসঙ্গিক একাধিক পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। এ-পর্যায়ে আমরা প্রাসঙ্গিক হওয়ায় কিছু হাদিসের পুনরাবৃত্তিসহ ফিতনার যুগের আলোচনা সংবলিত আরও কিছু উল্লেখযোগ্য হাদিস উল্লেখ করছি।

১. ইসলামী শাসনব্যবস্থার বিলুপ্তি—

আবু উমামা আল-বাহিলী রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ.

> ইসলামের কড়াগুলো একটি একটি করে ভেঙে যাবে। একটি ভেঙে যাওয়ার পর মানুষ তার পরেরটি আঁকড়ে ধরবে। সর্বপ্রথম যে-কড়াটি ভাঙবে, সেটি হলো (ইসলামী) শাসনব্যবস্থা, আর সর্বশেষটি হলো নামাজ।[৯২৪]

অন্য এক হাদিসে তিনি আরও বলেন—

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ

---

[৯২৪] সহিহ ইবনি হিব্বান : ৪৮৬৬, মুসনাদু আহমাদ : ২২১৬০

ওয়াসাল্লাম তার পরিচয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। মুমিনরা তাকে দেখে সহজেই চিনতে পারবে এবং তার ফিতনা থেকে নিরাপদে থাকবে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার যে-সমস্ত পরিচয় উল্লেখ করেছেন, মুমিনরা তা পূর্ণ অবগত থাকবে। দাজ্জাল হবে অন্যান্য মানুষের তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। জাহিল-মূর্খ ও হতভাগ্য ব্যতীত কেউ দাজ্জালের ধোঁকায় পড়বে না।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালকে স্বপ্নে দেখে তার শারীরিক গঠনের বর্ণনাও প্রদান করেছেন। দাজ্জাল হবে বৃহদাকার একজন যুবক পুরুষ, শরীরের রং হবে লাল, বেঁটে, মাথার চুল হবে কোঁকড়া, কপাল হবে উঁচু, বক্ষ হবে প্রশস্ত, চক্ষু হবে কানা এবং আঙুর ফলের মতো ফোলা।[৯৬২]

বিভিন্ন হাদিসে দাজ্জালের চোখ অন্ধ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো হাদিসে কেবল বলা হয়েছে, দাজ্জাল অন্ধ হবে। কোনো হাদিসে নির্দিষ্ট করে ডান চোখ অন্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আবার কোনো হাদিসে এসেছে, তার বাম চোখ হবে অন্ধ। মোটকথা, তার একটি চোখ অন্ধ হবে। দাজ্জালের অন্যান্য লক্ষণগুলো কারও কাছে অস্পষ্ট থেকে গেলেও অন্ধ হওয়ার বিষয়টি কারও কাছে অস্পষ্ট হবে না।

তাছাড়া দাজ্জালকে চেনার সবচেয়ে বড়ো আলামত হলো, তার কপালে কাফির (كافر) লেখা থাকবে।[৯৬৩] অপর বর্ণনায় আছে—তার কপালে (ك ف ر) এই তিনটি বর্ণ লেখা থাকবে। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তিই তা পড়তে পারবে। অপর বর্ণনায় আছে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মুসলিম ব্যক্তিই তা পড়তে পারবে। মোটকথা, আল্লাহ মুমিনের জন্য অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেবেন। ফলে, সে দাজ্জালকে দেখে সহজেই চিনতে পারবে।

দাজ্জাল বর্তমানে কোথায় আছে?

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَضَحِكَ فَقَالَ إِنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ حَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ فَفَرِحْتُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدَّثَنِي

---

[৯৬২] সহিহুল বুখারী : ৭১২৮

[৯৬৩] সহিহুল বুখারী : ৭১৩১

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—‘দাজ্জালের সাথে যা থাকবে, তা আমি অবগত আছি। তার সাথে দুটি নদী প্রবাহিত থাকবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটিতে সুন্দর পরিষ্কার পানি দেখা যাবে। অন্যটিতে দেখা যাবে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। যার সাথে দাজ্জালের সাক্ষাৎ হবে, সে যেন দাজ্জালের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে পান করে। কারণ, তা সুমিষ্ট পানি। তার চোখের ওপরে মোটা আবরণ থাকবে। কপালে কাফির লেখা থাকবে। মূর্খ ও শিক্ষিত সকল ঈমানদার লোকই তা পড়তে সক্ষম হবে।’[৯৬৬]

দাজ্জাল কোথা থেকে বের হবে?

দাজ্জাল বের হওয়ার স্থান সম্পর্কেও রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা দিয়েছেন। পূর্ব দিকের অঞ্চল থেকে আবির্ভাব ঘটবে তার। সে-অঞ্চলের নাম হলো খোরাসান।[৯৬৭] সেখান থেকে বের হয়ে সমগ্র দুনিয়া ভ্রমণ করবে। তবে মক্কা ও মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। ফেরেশতাগণ সেদিন মক্কা-মদিনার প্রবেশপথসমূহে তরবারি নিয়ে পাহারা দেবেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

الدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ

> ‘দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে পূর্বদিকের একটি অঞ্চল থেকে, যাকে বলা হয় খোরাসান।’[৯৬৮]

দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচতে হলে—

---

৯৬৬. সহিহ মুসলিম : ২৯৩৪

৯৬৭. খোরাসান কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা শহরের নাম নয়; বরং খোরাসান বলতে একটি বিশাল অঞ্চলকে বোঝায়। ঐতিহাসিকভাবে বৃহদার্থে বর্তমান ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, প্রায় সমগ্র আফগানিস্তান, দক্ষিণ তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানের একটি বড়ো অংশকে এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হতো। যার উত্তরসীমায় ছিল আমু দরিয়া, পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর, দক্ষিণ দিকে মধ্য-ইরানের মরু অঞ্চল, আর পূর্বে ছিল মধ্য-আফগানিস্তানের পার্বত্য মালভূমি। ইসলামী ইতিহাসে, বিশেষ করে উমাভী ও আব্বাসী খিলাফাতের আমলে নিশাপুর, মার্ভ, হিরাত ও বাল্খকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলকে চারটি বড়ো প্রশাসনিক এলাকায় ভাগ করা হয়। তখন থেকে খোরাসান বলতে এ-চারটি এলাকা ও এর আশপাশের কিছু অঞ্চলকেই বোঝানো হয়। –ভাষা সম্পাদক

৯৬৮. সুনানুত তিরমিযী : ২২৩৭ [হাদিসের মান : হাসান]